Bangla Samaj-Sanskriti-Sahityacharcha : Bahumatrik Chetanay

Vol. II

Edited by

Tapan Mandal ● Dipankar Mallik
Rakesh Jana ● Abhi Kole

Published by

Diya Publication
44/1A Beniatola Lane, Kolkata-700009
Phone : 6291811415
e-mail : diyapublication@gmail.com ‖ diyapublication64@gmail.com
website : https://diyapublication.in/
facebook : দিয়া পাবলিকেশন কলকাতা
facebook page : https://www.facebook.com/diyapublicaton/

Collaboration with

Midnapore city college
Kuturiya, Bhadutala, Midnapore, Pachim Medinipur
&
The Gouri Cultural & Educational Association
Social Welfare Organisation & Research Institution of
Society, Culture & Education
Registration No. S/IL/34421/2005-06 ● Established : 23.9.1995

ISBN : 978-93-87003-46-0

প্রথম প্রকাশ : ২.০৬.২০২৩

শোভন সংস্করণ : মূল্য ৫৫৫/-

(4)

Scanned with OKEN Scanner

ISBN : 978-93-87003-46-0

রমাপদ চৌধুরীর উপন্যাস 'অরণ্য আদিম' এক প্রাচীন জনজাতির ইতিবৃত্ত

প্রশান্ত কুম্ভকার

'অরণ্য আদিম'(১৯৫৭) উপন্যাসটি রমাপদ চৌধুরীর সাহিত্য জীবনের একেবারে প্রথম দিকে লেখা। এই উপন্যাসের মধ্যে লেখক আদিবাসী মুণ্ডা জনজাতির একটি সামগ্রিক জীবনের পরিচয় তুলে ধরেছেন। তাদের বাসস্থান, জীবন-জীবিকা, ধর্ম-বিশ্বাস, সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান, নিয়ম-নীতি প্রভৃতি বিষয় লেখক অত্যন্ত বিচক্ষণতার সঙ্গে বর্ণনা করেছেন। মুণ্ডা জনজাতির ইতিহাসের ভিতরে প্রবেশ করে লেখক যেমন তাঁর গভীর প্রজ্ঞার পরিচয় দিয়েছেন, তেমনি কাহিনি গ্রন্থনেও কৃতিত্বের ছাপ রেখেছেন। বলা ভালো, ইতিহাস ও কল্পনার অসাধারণ মেলবন্ধন ঘটিয়েছেন। সভ্য মানুষের পৃথিবীতে যখন যন্ত্রসভ্যতার আগমনী সুর বেজে উঠেছে, তখন বাংলার পশ্চিম সীমান্তের পারে পাহাড়-অরণ্য-লালমাটির যে বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড চলে গেছে রামগড় আরগাড়া হয়ে খালারি লাতেহারের দিকে, সেখানে তখনও আধুনিক সভ্যতার আলো পৌঁছয়নি। তখওন সভ্যতার সব স্রোত উপেক্ষা করে আদিম আরণ্যক রীতিতে নিজেদের জীবনধারাকে বাঁচিয়ে রেখেছিল একদল মানুষ। সেই তাদের কথাই লেখক এই উপন্যাসের পাতায় পাতায় লিপিবদ্ধ করেছেন।

সিল্লি, তামাড়, বুণ্ডু, বরণ্ড, রাহে—এই পাঁচ পরগনার অরণ্যবাসীদের কাছে শহর-সভ্যতার কোনো ধারণাই ছিল না। সেরমা চাঁদোর দেওয়া মাটি-জল-বাতাস আর শরীরের ঘাম ঝরিয়ে তারা ছড়ানো বীজের ফসল ফলাত। মাটিতে লাঙল দিত না। কারণ তাদের মধ্যে বহু বছরের সংস্কার ছিল যে লাঙলের ফলায় মাটির কৌমার্য ভাঙা পাপ। তাই তারা রোপণ করত না, ছড়ানো বীজের ঝুম-ফসলকে ভাবত চাঁদো বোঙার আশীর্বাদ।' মুণ্ডা বীরহড় দলের সান্ডি পুরুষেরা নিজের নিজের পছন্দের মেয়ের সঙ্গে নাচ-গান করত সেঙ্গোল আগুন ঘিরে। তুমদা মাদল আর বাঁশের বাঁশির সুর বাজত তিরিতিরি। এই ছিল তাদের স্বাভাবিক

*Bangla Samaj-Sanskriti-Sahityacharcha : Bahumatrik Chetanay.

Scanned with OKEN Scanner